দৈনিক খবর

তারিখ ... 09 JAN 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা উৎকণ্ঠার শেষ নেই

নগরীতে শুধু প্রথম শ্রেণীতেই ভর্তিচ্ছু শিশু দু'লক্ষাধিক

নগরীতে শুধু প্রথম শ্রেণীতেই

।। খবর রিপোর্ট ।।

রাজধানীর স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করতে চাওয়া যেন সোনার হরিণের সন্ধান চাওয়া। বছরের প্রথম মাসের প্রথমার্ধ শেষ না হতেই ইতিমধ্যে 'ভালো ও নামীদামী' বলে পরিচিত বেশীরভাগ বেসরকারী স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে, সরকারী স্কুলে আবেদনপত্র নেয়া হয়েছে, শিগগির পরীক্ষা হবে। এ অবস্থায় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য কিন্ডার গার্টেনগুলো ভর্তির বিজ্ঞাপন দিয়ে ব্যানর টাঙিয়ে নগরীকে একাকার করে রেখেছে। সমস্যা ব্যাপক। সন্তানদের নিয়ে মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা-উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার শেষ নেই।

রাজধানীতে একমাত্র প্রথম শ্রেণীতেই ভর্তিচ্ছু শিশুদের সংখ্যা দু'লাখের বেশী। আর এ ব্যাপকসংখ্যক শিশুর জন্য সরকারী-বেসরকারী সব মিলিয়ে ৩৩৯টি স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে

শেষ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারী ১শ' ৯১টি, বেসরকারী ১শ' ৪৮টি। এসব স্কুলে ১ লাখ ১০ হাজার শিশু পড়ে প্রথম শ্রেণীতে।। বাকী শিশুকে পড়তে হয় কিন্ডার গার্টেনে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিন্ডার গার্টেনের সংখ্যা ৫ শতাধিক। এক সমীক্ষায় এ তথ্যও পাওয়া গেছে।

রাজধানীতে বেসরকারী 'ভালো ও নামীদামী' বলে যে স্কুল উল্লেখযোগ্য সেগুলোর মধ্যে রয়েছে : হলিক্রস, উদয়ন, অগ্রণী, ভিকারুননেসা নুন, সেন্ট জোসেফ, আইডিয়েল, সেন্ট গ্রেগরী, হারমান মাইনর, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার, বিএএফ শাহীন, ইউনিভারসিটে ল্যাবরেটরী ও ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল। এ সব স্কুলের প্রায় সবটিতেই ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে, কোন কোনটিতে রীতিমত ক্লাস শুরু হয়েছে।

সরকারী স্কুলগুলোতে গত বছর একেক স্কুলে একেকদিন ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবার একই দিনে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সরকারী ১৯১টি স্কুলের মধ্যে মাত্র ২৬টি স্কুলে একই দিনে পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এসব স্কুল ভালো ও নামীদামী বলে পরিচিত। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্কুল হচ্ছে : গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, ধানমন্ডি বয়েজ, ধানমন্ডি গার্লস ও আজিমপুর গার্লস স্কুল। এ ২৬টি সরকারী স্কুলকে ভর্তির জন্য ৬টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬টি বালকদের, ১০টি বালিকাদের। ইতিমধ্যে এসব স্কুলে গত ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে ভর্তির আবেদনপত্র গ্রহণ শেষ হয়েছে, ১৪ই জানুয়ারী পরীক্ষা হবে। মেধার ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করা হবে। ঢাকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ধারণা করছে, এ ২৬টি স্কুলের ২৮শ' আসনের জন্য কমপক্ষে ৩০ হাজার আবেদন পড়েছে। এই চিত্র প্রথম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত। হিসেব চূড়ান্ত হলে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে শিক্ষা অফিস সূত্রের অনুমান।

সন্তানকে ভালো স্কুলে ভর্তির জন্য সকল অভিভাকেরই চেষ্টার অন্ত নেই। বেসরকারী ভালো স্কুলে যে সকল অভিভাবক তাদের সন্তানকে ভর্তি করাতে পারেননি তাদের ভালো বেসরকারী স্কুলে ভর্তির জন্য এখন শেষ ভরসা ভালো সরকারী স্কুলগুলো। বেসরকারী স্কুলে মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্তদের সন্তানদের ভর্তি করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। খুবই যারা মেধাবান তাদের কেউ কেউ বেসরকারী ভালো স্কুলে ভর্তি হতে পারে, সিংহভাগই পারে না। অভিভাবকরা দুশ্চিন্তায় পড়েন। যারা পারেন তাদের সন্তানকে ভালো স্কুলে ভর্তি করাতে তাদের রয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি। এবারও এ প্রতিপত্তির চাপ বিভিন্ন বেসরকারী স্কুলে রয়েছে। বিভিন্ন স্কুলে এবারও ডোনেশন প্রাথা লিখিত ও অলিখিতভাবে রয়ে গেছে। ডোনেশন নিয়ে ছাত্র ভর্তির নিয়ম না থাকলেও ভর্তি করা হয়েছে এ ডোনেশনের টাকার পরিমাণ ১০ থেকে ৫০ হাজার পর্যন্ত। এরপরও রয়েছে ভর্তিচ্ছু শিশু সন্তানের শারীরিক অবস্থার কথা।

আরও জানা গেছে, প্রতিবছরই ভালো সরকারী স্কুলগুলোতেও বিত্তবানরা তাদের সন্তানদের ভর্তির জন্য উচ্চপর্যায়ের লোকদের ধরে ভর্তি করান। এবারও সে চেষ্টা যে হচ্ছে না তা বোঝার কোন উপায় নেই। কেননা, বিভিন্ন স্কুল সূত্রে জানা গেছে যে, এবারও অন্যান্যবারের মত ভিআইপি কোটা রাখা হয়েছে। 'ভিআইপি'দের দৌরাত্ম্যে প্রভাবে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তরা তাদের সন্তানকে বেসরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তি করাতে না পারলেও যাতে সরকারী ভালো স্কুলগুলোতে মেধা বিচারে ভর্তি করাতে পারেন, সে ব্যাপারে সকল মধ্য ও নিম্নবিত্ত অভিভাবকই সরকারের কাছে দাবী রেখেছেন। তাদের এ দাবী এসেছে 'খবর' প্রতিবেদকের সাথে আলাপকালে।

সরকারী-বেসরকারী 'ভালো' স্কুলগুলোর বর্তমান ভর্তি প্রক্রিয়ায় নগরীর অলিতে-গলিতে অন্যান্য বছরের মত এবারও ভর্তির জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে ব্যানার টাঙানো হয়েছে, পোস্টার মারা হয়েছে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়াও হয়েছে এবং হচ্ছে। 'ভালো' স্কুলে ভর্তির সমস্যা গত বছরের চেয়ে বেশী এবং মারাত্মক রূপ নিয়েছে। ১৯৮৩ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কয়েকটি মাত্র প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মাত্র ৫টি। 'ভালো' হাই স্কুলগুলোতে প্রথম শ্রেণী পরবর্তী শ্রেণীগুলোতে খালি আসনের সংখ্যা খুবই কম। সরকার কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের কথা বলেছে, এ নীতিমালার প্রাথমিক ন্যূনতম অংশও এবার প্রযোজ্য হয় তাহলেও ভালো বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। তাদের মতে, কিন্ডার গার্টেনগুলো 'গলাকাটা' বলে পরিচিত। অনেক টাকা বেতনের বিনিময়ে কিন্ডার গার্টেনে ছাত্র ভর্তি করা হলেও সুযোগ-সুবিধা কম।

শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের আরও অভিমত এই যে, শিক্ষা অধিকার, কারও দয়ার দান নয়। কাজেই আরও ভালো স্কুল প্রতিষ্ঠা করা দরকার। চাকরির ক্ষেত্রেই কেবল এতদিন সোনার হরিণ কথাটি প্রযোজ্য হয়ে এসেছে, এখন সন্তানকে স্কুলে ভর্তির ব্যাপারটাও সোনার হরিণের সাথে তুলনীয় হয়ে যাচ্ছে- এটাই দুঃখের, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও চিন্তার বিষয়। এ ব্যবস্থা রোধ করতে কার্যকরী পদক্ষেপ দরকার।